# বিবিএফসি নীতিমালা

# BBFC RULES AND REGULATIONS

## ভূমিকাঃ বিন্দুবাসিনী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ

বিন্দুবাসিনী সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল জেলার স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গত দেড় শতকে প্রচুর ছাত্র এই স্কুলের অধীনে এসেছে, তাদের পড়ালেখা শেষ করেছে এবং সারা বাংলাদেশে তাদের নিজস্ব সাফল্যকে মহিমান্বিত করেছে।

এই স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্য থেকে প্রতিদিন একগুচ্ছ তরুণ ছেলে শহরের উদ্যান, ঈদ গাহে আড্ডা দেয়। কিন্তু ২০১৬ সালের আগে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে তেমন কোনো সমন্বয় ছিল না! ছিল না সিনিয়র বড় ভাই ছোট ভাই এর সাথে সেরকম যোগাযোগ।

স্কুলের এসএসসি ২০০৮ ব্যাচের (০৮ ডিগ্রী) ছাত্রবৃন্দ এই পরিস্থিতি উপলব্ধি করে এবং বর্তমান ছাত্র, প্রাক্তন ছাত্র এবং সম্মানিত শিক্ষকদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এর জন্য, একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করার কথা চিন্তা করে! সেই চিন্তা থেকে ২০১৬ সালে প্রথমবারের মত তারা (এসএসসি ২০০৮ ব্যাচ) আয়োজন করে এই টুর্নামেন্ট এবং নাম দেয় 'বিন্দুবাসিনী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ, সংক্ষেপে BBFC!

২০১৬ সাল থেকে প্রতি বছর ঈদুল আজহার পরের তিন দিনে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতি বছর আয়োজক ব্যাচ পরবর্তী ব্যাচে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই টুর্নামেন্টটি ইতিমধ্যে শুধু বিন্দুবাসিনী প্রাক্তন ছাত্রদেরই নয়, টাঙ্গাইলবাসীর কাছেও অন্যতম আলোচিত অনুষ্ঠান এবং সবচেয়ে প্রত্যাশিত টুর্নামেন্ট হয়ে উঠেছে। এসএসসি ১৯৮০ থেকে এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে। এ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ যেন। সৌহার্দ্য, সম্প্রতি আর ভাতৃত্বের মেল বন্ধন যেন এই টুর্নামেন্ট!

এত বড় পরিসরের টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে কিছু নীতিমালা প্রনয়ন এবং বাস্তবায়ন করা জরুরী। সেই উদ্দেশ্যেই এই নীতিমালা প্রনয়ন করা হলো।

## ১। এই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য:

১.১। সঠিক এবং মানসম্মত নিয়ম অনুসরন করে এবং ত্রুটিমুক্ত, প্রশ্নবিদ্ধ ছাড়া একটি সুন্দর এবং সফল 'বিবিএফসি-বিন্দুবাসিনী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ' আয়োজনের উদ্দেশ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১.২। এই নীতিমালা সুন্দরভাবে ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের পাশাপাশি বিন্দুবাসিনী স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং ভাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করবে।

১.৩। দিন দিন উন্নতকরণের মধ্য দিয়ে বিবিএফসি কে একটি জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্ট হিসেবে এবং বিন্দুবাসিনী স্কুলকে সমগ্র বাংলাদেশের স্কুল গুলোর মধ্যে একটি অনুকরনীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে এই নীতিমালা অগ্রণী ভুমিকা পালন করবে।

**২। নীতিমালা প্রস্তুত ও প্রস্তাবনাকারী:** বিবিএফসির প্রতিষ্ঠাতা ব্যাচ এস এস সি ০৮ (০৮ ডিগ্রী) এবং বিবিএফসির টেকনিক্যাল কমিটি।

**২.১। নীতিমালা ১ম সংস্করণ:** ফাউন্ডার ব্যাচ-০৮ (০৮ ডিগ্রী) কর্তৃক ২০১৮ সালে ১ম লিখিত নীতিমালা প্রস্তাবনা করা হয় এবং তৎকালীন আয়োজক ব্যাচ -১০ (অদম্য- ১০) এর প্রতিনিধি ও আয়োজক ব্যাচের চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া (বড় মনি) এর স্বীকৃতিতে স্কুলের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুর করিম স্যার ২১ জুন ২০১৮ তারিখে ১ম বিবিএফসির নীতিমালা অনুমোদন করেন।

**২.২। নীতিমালা ২য় সংস্করণ:** ২০২৩ সালে ফাউন্ডার ব্যাচ-০৮ (০৮ ডিগ্রী), বিবিএফসির টেকনিক্যাল কমিটি (ব্যাচ ২০০৮-২০১৩) এবং বিবিএফসি ২০২৩ এর আয়োজক ব্যাচ- ২০১৪ (প্রজ্জলন-১৪) এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং বিবিএফসি ২০২৩ এর আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান জনাব এডভোকেট মামুনুর রশীদ এবং বিন্দুবাসিনী সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার স্যারের এর স্বীকৃতিতে এবং স্কুলের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল করিম স্যারের অনুমোদন সাপেক্ষে এই নীতিমালার কিছু অংশের সংস্কার ও পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করা হলো।

**২.৩। নীতিমালার কপি সংরক্ষনঃ** এই নীতিমালার কপি নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গের কাছে সংরক্ষিত থাকবে।

২.৩.১। প্রধান শিক্ষক, বিন্দুবাসিনী সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

২.৩.২। ফাউন্ডার ব্যাচ (এস এস সি ২০০৮ ব্যাচ)

২.৩.৩। টেকনিক্যাল কমিটি

২.৩.৪। বর্তমান ও পূর্ববর্তী আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যানবৃন্দ

২.৩.৫। ম্যানেজার বৃন্দ (সকল ব্যাচ)

২.৩.৬। বিবিএফসি ওয়েব সাইট এবং ফেসবুক পেইজ

## ৩। বিবিএফসি পরিচালনা কমিটি

বিবিএফসি পরিচালনার জন্য ২টি কমিটি থাকবে।

৩.১। টেকনিক্যাল কমিটি (বিস্তারিত ৪ নম্বর পয়েন্টে)

৩.২। আয়োজক কমিটি/ব্যাচ (বিস্তারিত ৫ নম্বর পয়েন্টে)

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, টেকনিক্যাল কমিটি 'ফিফা' এর ভূমিকা পালন করবে এনং আয়োজক ব্যাচ বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশের ভূমিকা পালন করবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিবিএফসির সর্বসমেত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং আয়োজক ব্যাচের একজন বাছাইকৃত চেয়ারম্যান আয়োজক কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

## ৪। টেকনিক্যাল কমিটি গঠন এবং কার্যনীতিঃ

ফাউন্ডার ব্যাচ সহ পূর্ববর্তী আয়োজোক ব্যাচ থেকে ২ জন করে এবং বর্তমান আয়োজকের ব্যাচের ২ জন প্রতিনিধি নিয়ে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হবে। টেকনিক্যাল কমিটির যে কোন সিদ্ধান্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং বর্তমান আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান অবশ্যই অবগত থাকবেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন। টেকনিক্যাল কমিটির মূল দায়িত্ব নিচে উল্লেখ করা হল-

৪.১। একটা সুন্দর ও সফল বিবিএফসি আয়োজনে আয়োজক ব্যাচ কে সহযোগিতা করা

৪.২। যে কোন আইন প্রনয়ন, নীতিমালার প্রস্তাবনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ টেকনিক্যাল কমিটির অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৪.৩। টুর্নামেন্ট চলাকালীন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা বা সিদ্ধান্তহীনতার অবকাশ ঘটলে প্রধান শিক্ষক এবং আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যানের সমন্বয়ে সেই ঘটনার তাৎক্ষণিক সমাধান, ঘটনা অনুযায়ী একশন টেকনিক্যাল কমিটি গ্রহন করবে।

৪.৪। বেস্ট প্লেয়ার, ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ সহ যাবতীয় পুরষ্কারের জন্য মনোনয়ন টেকনিক্যাল কমিটি থেকে চূড়ান্ত হবে। এক্ষেত্রে টেকনিক্যাল কমিটির প্রতিনিধি অবশ্যই বিবিএফসি চলাকালীন সময় মাঠে উপস্থিত থাকবে।

৪.৫। রেফারি ম্যানেজমেন্ট টেকনিক্যাল কমিটির অন্তর্ভুক্ত থাকবে তবে রেফারির আর্থিক সম্মাননা প্রদান আয়োজক ব্যাচের নিয়ন্ত্রাধীন থাকবে।

৪.৬। মাঠে নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে টেকনিক্যাল কমটির সদস্যদের বাইরে অনধিক ৫ জন নিয়ে একটি বর্ধিত কমিটি করা হবে যারা তাৎক্ষণিক ভাবে মাঠের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দিতে পারবে।

৪.৭। বিবিএফসির এই নীতিমালা ফাউন্ডার ব্যাচ ও টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে। ভবিষ্যতে এই নীতিমালার কোন সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ফাউন্ডার ব্যাচ ও টেকনিক্যাল কমিটির নিয়ন্ত্রাধীন থাকবে।

## ৫। আয়োজক কমিটি গঠন ও কার্যনীতিঃ

### ৫.১। আয়োজক ব্যাচ ও আয়োজক কমিটি গঠনঃ

৫.১.১। প্রত্যেক ব্যাচ থেকে নেতৃত্ব দানকারী, সৃজনশীল, কর্মঠ ও উদ্যমী ছাত্রদের খুঁজে বের করে এবং ব্যবস্থাপনায় বৈচিত্র এনে বিবিএফসিকে সার্বজনীন একটা উৎসব করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বছর বিবিএফসির আয়োজক ব্যাচ সিরিয়াল অনুযায়ী চেঞ্জ হবে।

৫.১.২। আয়োজক ব্যাচের পরবর্তি ব্যাচ আয়োজক সহকারী হিসেবে থাকতে পারে। তবে কোন ব্যাচ যদি আয়োজন করতে অপারগ হয় তবে কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যাচ অথবা প্রয়োজনে বর্ধিত টেকনিক্যাল কমিটি বিবিএফসি আয়োজন করবে।

৫.১.৩। আয়োজক কমিটির সদস্য ও বিভাগ সমুহ

১। আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান
২। ইভেন্ট ডিরেক্টর
৩। ইভেন্ট কো অর্ডিনেটর
৪। অপারেশন এবং ফান্ড কালেকশন বিভাগ
৫। হিউম্যান রিসোর্স বিভাগ
৬। ফিন্যান্সিয়াল কো অর্ডিনেটর
৭। প্রমোশনাল কো অর্ডিনেটর
৮। টেকনিক্যাল ও ডিজাইন কো অর্ডিনেটর
৯। ক্রিয়েটিভ ও কালচার বিভাগ
১০। ভেন্যু এবং ফিল্ড কো অর্ডিনেটর
১১। হসপিটালিটি ও গেস্ট কো অর্ডিনেটর
১২। এক্সিকিউটিভ মেম্বার

৫.১.৩। আয়োজক ব্যাচ একজন আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন করবে। (বিস্তারিত ৫.২ নম্বর পয়েন্টে)

**৫.২। আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচনঃ**

৫.২.১। চেয়ারম্যান অবশ্যই বিন্দুবাসিনী স্কুলের প্রাক্তন কোন ছাত্র হতে হবে।

৫.২.২। চেয়ারম্যান নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ব্যাচের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ সিনিয়র ব্যাচ হতে একজন মনোনীত ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাবে।

৫.২.৩। সর্বোচ্চ সিনিয়র ব্যাচ থেকে এরকম কাউকে না পাওয়া গেলে ২০০০ সালের পূর্ববর্তী ব্যাচ থেকে একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং প্রতিকুল পরিবেশ মোকাবেলা করে বিবিএফসি আয়োজনে সক্ষম কোন সিনিয়র ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হবেন।

৫.২.৪। পরপর দুই বছর একই ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসেবে থাকতে পারবে না।

৫.২.৫। তবে পূর্ববর্তী চেয়ারম্যানবৃন্দের সমন্বয়ে পরবর্তী আয়োজনের সময় একটা উপদেষ্টা কমিটি করা হবে। বিবিএফসি ভালোভাবে আয়োজনে যে কোন পরামর্শ তাদের কাছ থেকে গৃহিত হবে।

**৫.৩। আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান নিম্ন লিখিত দায়িত্ব পালন করবেন-**

৫.৩.১। একটা সুন্দর ও সফল বিবিএফসি আয়োজনে আয়োজক ব্যাচ কে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা

৫.৩.২। স্টেডিয়াম এর নিশ্চয়তায় আয়োজক ব্যাচকে সহযোগিতা করা

৫.৩.৩। অতিথি নির্বাচনে আয়োজক ব্যাচকে সহযোগিতা করা

৫.৩.৪। স্পন্সর পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করা

৫.৩.৫। যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপ্রীতিকর ঘটনায় প্রধান শিক্ষক ও টেকনিক্যাল কমিটির সমন্বয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত প্রনয়ন

৫.৩.৬। কোন প্রশাসনিক সহযোগিতার প্রয়োজন হলে সেখানে সহযোগিতা করা

৫.৩.৭। সর্বোপরি একটা সফল বিবিএফসি আয়োজনে বা বিবিএফসির মান উন্নয়নে যে কোন দিক নির্দেশনা প্রদান পূর্বক একটি সুন্দর স্বার্থক বিবিএফসি উপহার দেয়া।

**৫.৪। আয়োজক কমিটির মূল দায়িত্ব সমুহ নিচে উল্লেখা করা হল-**

৫.৪.১। একটি সফল, সুন্দর ও স্বার্থক বিবিএফসি আয়োজন করা
৫.৪.২। আয়োজক কমিটর চেয়ারম্যান নির্বাচন
৫.৪.৩। স্টেডিয়াম নিশ্চিত করা
৫.৪.৪। টুর্নামেন্ট লোগো, মাস্কট ও স্লোগান নির্বাচন করা
৫.৪.৫। টুর্নামেন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় পেপার ওয়ার্ক করা
৫.৪.৬। স্পনসর নির্বাচন এবং এই সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ সম্পাদন (প্রেজেনটেশন তৈরী, স্পন্সরের কাছে যাওয়া, স্পনসর কালেশন ইত্যাদি ইত্যাদি)
৫.৪.৭। টিম সিলেক্ট করা এবং সর্বোচ্চ ব্যাচের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
৫.৪.৮। আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ও অংশগ্রহণ কারী দলের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ করা
৫.৪.৯। অতিথি নির্বাচন, তাদের কে যথাযথভাবে দাওয়াত প্রদান এবং প্রয়োজনীয় আতিথিয়েতা পালন
৫.৪.১০। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা
৫.৪.১১। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে টুর্নামেন্টের প্রচারণার জন্য র‍্যালী করা
৫.৪.১২। খেলার সরঞ্জামাদি ও পুরষ্কার ক্রয়
৫.৪.১৩। খেলা সময়মত শুরু করা এবং খেলা পরিচালনা করা
৫.৪.১৪। অনলাইন ও অফলাইনে প্রয়োজনীয় প্রচার পরিচালনা করা

৫.৪.১৫। প্রমোশনাল ভিডিও নির্মান

৫.৪.১৬। খেলার ফটোগ্রাফি ও ভিডিও গ্রাফি করা

৫.৪.১৭। রেফারির আর্থিক সম্মাননা প্রদান

৫.৪.১৮। মাঠে মেডিক্যাল সাপোর্ট নিশ্চিত করা

৫.৪.১৯। মাঠে নিরাপত্তা সহ আনুষঙ্গিক সকল বিষয় নিশ্চিত করা

৫.৪.২০। অর্থাৎ বিবিএফসি নীতিমালা বহির্ভূত কোন কাজ না করে (কোন নীতিমালা পরিবর্তন না করে) একটি সফল বিবিএফসি আয়োজনে যা যা করা দরকার, যেভাবে করা দরকার এসব বিষয়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত আয়োজক ব্যাচ নিতে পারবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই টেকনিক্যাল কমিটির কাছে তাদের স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে।

## ৬। বিবিএফসির সময় নির্ধারন:

৬.১। বিন্দুবাসিনীর প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের নিজ জেলা শহর টাঙ্গাইলে উপস্থিতি বেশী থাকার বিষয়টি বিবেচ্য ধরে প্রতি বছর ঈদ উল আযহার পরের তিন দিন বিবিএফসি অনুষ্ঠিত হবে।

৬.২। কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা যেমন মহামারী কিংবা প্রাকৃতিল দুর্যোগ দেখা দিলে বিবিএফসি টেকনিক্যাল কমিটি, আয়োজক ব্যাচ, এবং আয়োজক ব্যাচের চেয়ারম্যান ও প্রধান শিক্ষকের আলোচনা সাপেক্ষে বিবিএফসি আয়োজনের সময় পরিবর্তন হতে পারে।

## ৭। বিবিএফসিতে অংশগ্রহণের নিয়মাবলীঃ

৭.১। স্কুল থেকে পাসকৃত যে কোন ব্যাচ বিবিএফসি খেলায় অংশ গ্রহন করতে পারবে।

৭.২। স্কুলের রানিং ছাত্রদের মধ্যে শুধুমাত্র দশম শ্রেণি বিবিএফসিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৭.৩। ব্যাচের মধ্য থেকে যারা অত্র বিদ্যালয়ে যে কোন শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে অন্তত একটি বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা নিজ নিজ ব্যাচের হয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৭.৪। টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে অবশ্যই প্রত্যেক ব্যাচ থেকে ২৫ জন প্লেয়ার এবং ৫ জন ম্যানেজার সহ সর্বোচ্চ ৩০ জনের নাম দিতে হবে। তবে কোন ব্যাচের যদি ৩০ জনের নাম না পাওয়া যায় তবে তবে যে কয়জনের নাম পাওয়া যায় তাদের নামই দিতে হবে।

৭.৫। এখানে উল্লেক্ষ্য উক্ত ৩০ জনের অবশ্যই স্কুলে যে কোন শ্রেণিতে ভর্তির লিগ্যাল ডকুমেন্ট থাকতে হবে। (লিগ্যাল ডকুমেন্টস বলতে যাদের এস এস সি রেজিস্ট্রেশন আছে তারা তা দেখাবে আর না থাকলে কমপক্ষে যে কোন শ্রেণিতে কোন সেকশনে ভর্তি হয়েছিল এবং রোল নাম্বার কত ছিল তা আয়োজক ব্যাচকে জানাবে। আয়োজক ব্যাচ দরকার হলে স্কুলের পুরনো নথি ঘেটে ছাত্রত্ব নিশ্চিত করবে।

৭.৬। বিন্দুবাসিনীর বহিরাগত কোন প্লেয়ার কোনভাবেই বিবিএফসিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কোন বহিরাগত প্লেয়ার বিবিএফসিতে অংশ নিলে সেক্ষেত্রে ব্যাচ ডিমেরিট পয়েন্ট এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং উক্ত সিজন কিংবা পরবর্তী সিজনে খেলার সুযোগ হারাবে। (বিস্তারিত ১০.১৫ এবং ১০.১৬ পয়েন্টে)

৭.৭। কোন প্লেয়ার যদি একাধিক ব্যাচের জন্য কোয়ালিফাই থাকে (যেমন ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে এক ব্যাচে কিন্তু পাশ করেছে অন্য ব্যাচের সাথে) সেক্ষেত্রে সে তার পছন্দের ব্যাচে খেলতে পারবে। তবে ব্যাচ নির্বাচনের সুযোগ সে একবারই পাবে। পরবর্তীতে আর ব্যাচ চেঞ্জ করতে পারবে না।

## ৮। মেন্টর নির্বাচনঃ

৮.১। প্রতি ব্যাচে সিনিয়র ব্যাচ থেকে একজন মেন্টর থাকবে। মেন্টর অনেকটা কোচের ভূমিকা পালন করবে।

৮.২। এক্ষেত্রে ব্যাচ তার পছন্দ অনুযায়ী এবং অবশ্যই বিন্দুবাসিনীর প্রাক্তন ছাত্র কে মেন্টর হিসেবে নিযুক্ত করবেন।

## ৯। প্লেট চ্যাম্পিয়নশীপঃ

৯.১। ২০০৮ ব্যাচ এর পূর্ববর্তী সিনিয়রদের কথা বিবেচনা করে গ্রুপ স্টেজ থেকে বাদ যাওয়া বেস্ট ৪ দলের মধ্যে প্লেট চ্যাম্পিয়নশীপ অনুষ্ঠিত হবে।

৯.২। এক্ষেত্রে সেই ৪ দল সরাসরি আলাদা সেমি ফাইনাল ম্যাচ খেলবে এবং সেখান থেকে দুই দল ফাইনালে খেলবে।

৯.৩। তাদের জন্য আলাদা পুরষ্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

## ১০। ডিমেরিট পয়েন্টঃ

কোন ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থা যেন না ঘটে সেই লক্ষে ঘটনা অনুযায়ী ডিমেরিট পয়েন্ট থাকবে। এক্ষেত্রে অপ্রীতিকর অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য ঘটনা অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট প্লেয়ার অথবা ব্যাচ অথবা প্লেয়ার এবং ব্যাচ উভয়েই শাস্তির আওতায় থাকবে। ডিমেরিট পয়েন্ট নিচে বিস্তারিত দেয়া হল।

| ডিমেরিট পয়েন্ট নাম্বার | যে কারণে প্রযোজ্য | প্লেয়ারের ডিমেরিট পয়েন্ট | টিমের ডিমেরিট পয়েন্ট | ডিমেরিট পয়েন্ট পাওয়ার পর প্লেয়ারের উপর ডিমেরিট পয়েন্টের প্রভাব | টিমের উপর ডিমেরিট পয়েন্ট এর প্রভাব |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০.১ | বিবিএফসি সম্পর্কিত কোন বিষয়ে যে কোন ধরনের মৌখিক কটুক্তি, অপব্যবহার, গালাগালি, সোশ্যাল মিডিয়ায় কটুক্তিমুলক পোস্ট | ১ | ০ | প্লেয়ারকে টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক অফিসিয়াল ওয়ার্নিং ও কারন দর্শানো নোটিস দেয়া হবে | |

| ডিমেরিট পয়েন্ট নাম্বার | যে কারণে প্রযোজ্য | প্লেয়ারের ডিমেরিট পয়েন্ট | টিমের ডিমেরিট পয়েন্ট | ডিমেরিট পয়েন্ট পাওয়ার পর প্লেয়ারের উপর ডিমেরিট পয়েন্টের প্রভাব | টিমের উপর ডিমেরিট পয়েন্ট এর প্রভাব |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০.২ | টিমের একজন প্লেয়ার কর্তৃক গ্রুপ স্টেজে যে কোন ধরনের শারিরীক অপব্যবহার, ধাক্কা দেয়া, কলার ধরা, হাতাহাতির উপক্রম হওয়া | ৩ | ১ | প্লেয়ারকে রানিং ম্যাচ থেকে উক্ত সিজন ব্যান করা হবে। | |
| ১০.৩ | টিমের একজন প্লেয়ার কর্তৃক কোয়ার্টার ফাইনাল/ সেমি ফাইনাল কিংবা ফাইনাল ম্যাচে কোন ধরনের শারিরীক অপব্যাবহার করা, হাতাহাতির উপক্রম হওয়া | ৫ | ৩ | প্লেয়ারকে রানিং ম্যাচ থেকে পরবর্তী সিজন পর্যন্ত ব্যান করা হবে। | টিম কে টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক অফিসিয়াল ওয়ার্নিং ও কারন দর্শানো নোটিস দেয়া হবে |
| ১০.৪ | রেফারির সাথে যে কোন মৌখিক উত্ত্যক্ত আচরণ | ৩ | ১ | প্লেয়ারকে রানিং ম্যাচ থেকে উক্ত সিজন ব্যান করা হবে। | |
| ১০.৫ | রেফারির সাথে কোন ধরনের শারিরীক অপব্যবহার | ৫ | ৩ | প্লেয়ারকে রানিং ম্যাচ থেকে পরবর্তী সিজন পর্যন্ত ব্যান করা হবে। | টিম কে টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক অফিসিয়াল ওয়ার্নিং ও কারন দর্শানো নোটিস দেয়া হবে |
| ১০.৬ | অনিচ্ছাকৃত ভাবে বিবিএফসির যে কোন সম্পদের ক্ষতি করলে | ১ | ০ | প্লেয়ারকে টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক অফিসিয়াল ওয়ার্নিং ও কারন দর্শানো নোটিস দেয়া হবে | আর্থিক ক্ষতিপূরণ |
| ১০.৭ | ইচ্ছাকৃত ভাবে বিবিএফসির যে কোন সম্পদের ক্ষতি করলে | ৩ | ১ | প্লেয়ারকে রানিং ম্যাচ থেকে উক্ত সিজন ব্যান করা হবে। | আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও টিম কে টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক অফিসিয়াল ওয়ার্নিং ও কারন দর্শানো নোটিস দেয়া হবে |
| ১০.৮ | প্লেয়ারের সর্বমোট ডিমেরিট পয়েন্ট ৩ হলে | ৩ | ১ | আলাদা প্লেয়ার হলে প্লেয়ারকে আলাদা ভাবে ওয়ার্নিং দেয়া হবে, একই প্লেয়ার একাধিক বার একই কাজ করে ডিমেরিট পয়েন্ট ৩ পেলে তাকে | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | রানিং ম্যাচ থেকে উক্ত সিজন ব্যান করা হবে | |
| **ডিমেরিট পয়েন্ট নাম্বার** | **যে কারণে প্রযোজ্য** | **প্লেয়ারের ডিমেরিট পয়েন্ট** | **টিমের ডিমেরিট পয়েন্ট** | **ডিমেরিট পয়েন্ট পাওয়ার পর প্লেয়ারের উপর ডিমেরিট পয়েন্টের প্রভাব** | **টিমের উপর ডিমেরিট পয়েন্ট এর প্রভাব** |
| ১০.৯ | প্লেয়ারের সর্বমোট ডিমেরিট পয়েন্ট ৫ হলে | ৫ | ৩ | প্লেয়ার তার কর্ম অনুযায়ী উপরে ১-৮ পর্যন্ত পয়েন্টের আওতাভুক্ত হবে | টিম কে টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক অফিসিয়াল ওয়ার্নিং ও কারন দর্শানো নোটিস দেয়া হবে |
| ১০.১০ | কোন শারিরীক অপব্যবহার ছাড়া প্লেয়ারের সর্বমোট ডিমেরিট পয়েন্ট ৭ | ৭ | ৫ | প্লেয়ার তার কর্ম অনুযায়ী উপরে ১-৮ পর্যন্ত পয়েন্টের আওতাভুক্ত হবে | টিমকে রানিং ম্যাচ থেকে উক্ত সিজন ব্যান করা হবে |
| ১০.১১ | কোন শারিরীক অপব্যবহার সহ প্লেয়ারের সর্বমোট ডিমেরিট পয়েন্ট ৭ | ৭ | ৫ | প্লেয়ার তার কর্ম অনুযায়ী উপরে ১-৮ পর্যন্ত পয়েন্টের আওতাভুক্ত হবে | টিম রানিং ম্যাচ থেকে পরবর্তী সিজন পর্যন্ত ব্যান থাকবে |
| ১০.১২ | প্লেয়ারের সর্বমোট ডিমেরিট পয়েন্ট ৯ হলে | ৯ | ৭ | প্লেয়ার তার কর্ম অনুযায়ী উপরে ১-৮ পর্যন্ত পয়েন্টের আওতাভুক্ত হবে | টিম রানিং ম্যাচ থেকে পরবর্তী সিজন পর্যন্ত ব্যান থাকবে |
| ১০.১৩ | প্লেয়ারের সর্বমোট ডিমেরিট পয়েন্ট ১১ হলে | ১১ | ৮ | প্লেয়ার তার কর্ম অনুযায়ী উপরে ১-৮ পর্যন্ত পয়েন্টের আওতাভুক্ত হবে | টিম রানিং ম্যাচ থেকে পরবর্তী সিজন পর্যন্ত ব্যান থাকবে |
| ১০.১৪ | যে কোন স্টেজে মারামারি করা | | ১০ | | টিম রানিং ম্যাচ থেকে পরবর্তী সিজন পর্যন্ত ব্যান থাকবে, প্রয়োজনে আর্থিক জরিমানা করা হবে এবং এর সাথে মারামারি কিংবা বিশৃঙ্খলার অবস্থা বিবেচনা পূর্বক শাস্তির প্রভাব আরো বাড়তে পারে। |
| ১০.১৫ | গ্রুপ স্টেজে বিন্দুবাসিনী বহিরাগত কোন প্লেয়ার অংশ নেওয়া | | ৭ | | টিমকে রানিং ম্যাচ থেকে উক্ত সিজন ব্যান করা হবে |
| ১০.১৬ | কোয়ার্টার ফাইনাল/ সেমি ফাইনাল/ ফাইনাল ম্যাচে বিন্দুবাসিনী বহিরাগত কোন প্লেয়ার অংশ নেওয়া | | ১০ | | টিম রানিং ম্যাচ থেকে পরবর্তী সিজন পর্যন্ত ব্যান থাকবে |

## ১১। বিবিএফসির আবশ্যিক সরঞ্জামাদি

১১.১। প্রতি ব্যাচের নিজস্ব লোগো সম্বলিত জার্সি ও হাফপ্যান্ট

১১.২। সিং গার্ড

১১.৩। ফুটবল খেলার উপযোগী মোজা

১১.৪। টিমের সুবিধা অনুযায়ী বুট/ টার্ফ/ কেডস

১১.৫। এপ্রন (যদি অপর পক্ষের জার্সির রঙ এক হয় সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে)

১১.৬। টেকনিক্যাল কমিটি ও সকল ব্যাচের ম্যানেজারবৃন্দের জন্য পৃথক টি শার্ট এবং আইডি কার্ড

১১.৭। ক্যাপ্টেন্স আর্ম ব্যাচ

১১.৮। পর্যাপ্ত ফুটবল

১১.৯। প্রয়োজনীয় ফার্স্ট এইড, বরফ, ব্যাথা নিরোধক স্প্রে, ঔষধ, স্যালাইন ও পানি

১১.১০। নাইট ফাইনাল ম্যাচের জন্য পর্যাপ্ত আলো

## ১২। লোগো, জার্সি, পতাকা ও মাস্কট সংক্রান্ত নিয়মাবলিঃ

১২.১। বিবিএফসির একটি নির্দিষ্ট পতাকা ও লোগো থাকবে। বিবিএফসির লোগোর কোন চেঞ্জ হবে না। তবে প্রতি বছর আয়োজনের লোগো চেঞ্জ হবে। বিবিএফসির লোগোতে বিন্দুবাসিনী স্কুলের লোগো থাকা বাধ্যতামূলক।

১২.২। ব্যাচের নাম, লোগো, পতাকা: প্রত্যেক ব্যাচের আলাদা আলাদা নাম থাকবে। সেক্ষেত্রে ব্যাচের নামের সিলেকশনে বাংলা নাম উৎসাহিত করা হচ্ছে। সেই সাথে ব্যাচের নির্দিষ্ট লোগো এবং পতাকা থাকবে।

১২.৩। পতাকা হবে ৪ ধরনের। জাতীয় পতাকা, স্কুল পতাকা, বিবিএফসি পতাকা ও ব্যাচের আলাদা পতাকা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে প্রধান অতিথি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। একই সাথে প্রধান শিক্ষক স্কুলের পতাকা, আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান বিবিএফসির পতাকা এবং প্রত্যেক ব্যাচের একজন প্রতিনিধি নিজ নিজ ব্যাচের পতাকা উত্তোলন করবে।

১২.৪। জার্সিতে স্কুলের লোগো বুকের বাম পাশে, ব্যাচের লোগো জার্সির ডান পাশে এবং ডান হাতায় টুর্নামেন্ট লোগো এবং বাম হাতায় বিবিএফসি লোগো থাকবে।

১২.৫। জার্সির রঙ নির্বাচনে জুনিয়ররা অগ্রাধিকার পাবে। সেই সাথে খেলার সময় প্রতিপক্ষের জার্সির রঙ মিলে গেলে সিনিয়ররা জার্সি পরে খেলার জন্য অগ্রাধিকার পাবে এবং জুনিয়রদের প্রয়োজনে এপ্রোন পড়ে মাঠে নামতে হবে। তবে টিমে একাধিক জার্সির ব্যবস্থা থাকলে এ ধরনের সমস্যার আশঙ্কা থাকবে না।

১২.৬। বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম তুলে ধরতে প্রতি বছর বিবিএফসির একটি আলাদা মাস্কট ও স্লোগান থাকবে।

## ১৩। বিবিএফসির মান উন্নোয়নে সাধারন নিয়মাবলিঃ

১৩.১। বিবিএফসির অফিসিয়াল ফটোগ্রাফি, সিনেমাটোগ্রাফি টিম থাকবে।

১৩.২। বিবিএফসির আলাদা ধারা ভাষ্যকার থাকবে।

১৩.৩। বিবিএফসির আলাদা থিম সং থাকতে পারে

১৩.৪। বিবিএফসির জন্য আলাদা মেডিকেল টিম থাকবে। সেক্ষেত্রে স্কুলের বিভিন্ন ব্যাচ থেকে ডাক্তারদের নিয়ে একটি মান সম্মত মেডিকেল টিম গঠন করা হবে।

১৩.৫। বিবিএফসির একটি নির্দিষ্ট পেইজ, ইউটিউব চ্যানেল ও একটি ওয়েব সাইট থাকবে। আয়োজক ব্যাচ প্রতি বছর এই নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম গুলো ব্যবহার করবে।

১৩.৬। প্রতি বছর অবশ্যই আয়োজক ব্যাচ ওয়েব সাইটের ডোমেন এবং হোস্টিং কিনে ওয়েব সাইট কে সচল রাখবে।

১৩.৭। ওয়েব সাইট টি সচল রাখতে প্রত্যেক বিবিএফসির প্রত্যেক ম্যাচের স্কোর, স্কোরার, এসিস্ট, পেনাল্টি, ইয়োলো কার্ড, লাল কার্ড, বেস্ট সেভ, বেস্ট গোল, বেস্ট ডিফেন্স, বেস্ট মিড, ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ ইত্যাদি তথ্য আয়োজক ব্যাচকে প্রদান করবে।

১৩.৮। আয়োজক ব্যাচ তাদের সিনিয়র ব্যাচদের মাঠে নামানোর সময় স্ট্যান্ডিং অবিয়েশন দিয়ে মাঠে নামাবে।

১৩.৯। খেলার সময়সূচি আয়োজক ব্যাচ কর্তৃক খেলা শুরি হওয়ার নূন্যতম ৩ দিন আগে প্রকাশ করতে হবে।

১৩.১০। খেলায় এ বছর (২০২৩) পর্যন্ত পর্যাপ্ত প্রযুক্তির অভাব এবং বাজেট স্বল্পতার জন্য অফসাইড নেই। তবে পরবর্তীতে বিবিএফসি লাইভ সম্প্রচার করা সম্ভব হলে অফাসাইড এর বিষয়টিও বিবেচনায় আনা হবে যা বিবিএফসির মান আরো বৃদ্ধি করবে।

## ১৪। খেলার গ্রুপিংঃ

১৪.১। আগের বছরের র‍্যাংকিং অনুযায়ী গ্রুপের ড্র অনুষ্ঠিত হবে।

১৪.২। তবে কতগুলো গ্রুপ হবে এই বিষয় নির্ভর করবে কত গুলো ব্যাচ বিবিএফসিতে অংশ নেয় তার উপর।

১৪. ৩। তাই গ্রুপ সিলেকশন বিষয়ে অংশগ্রহণকারী মোট টিমের উপর ভিত্তি করে প্রতিবছর টেকনিক্যাল কমিটি এবং আয়োজক ব্যাচ গ্রুপ সিলেকশন এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে।

**১৫। পুরষ্কার বিতরণঃ**

পুরষ্কার নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর প্রদান করা হবে।

১৫.১। গেস্ট ক্রেস্ট

১৫.২। চ্যাম্পিয়নস প্রাইজ মানি এবং ট্রফি

১৫.৩। রানার্স আপ প্রাইজ মানি এবং ট্রফি

১৫.৪। প্লেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

১৫.৫। মেডেল ফুল স্কয়াড

১৫.৬। ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ (সকল ম্যাচ)

১৫.৭। ম্যান অফ দ্যা ফাইনাল

১৫.৮। ম্যান অফ দ্যা টুর্নামেন্ট

১৫.৯। বেস্ট গোল

১৫.১০। বেস্ট গোলকিপার

১৫.১১। বেস্ট ডিফেন্ড

১৫.১২। বেস্ট মিড ফিল্ডার

১৫.১৩। হাইয়েস্ট স্কোরার

১৫.১৪। বেস্ট ইয়ং স্টার

১৫.১৫। বেস্ট ম্যানেজার

১৫.১৬। ফেয়ার প্লে এওয়ার্ড

এছাড়াও ফাউন্ডার ব্যাচ ০৮ ব্যাচ এর প্রয়াত বন্ধু কামরুজ্জামান রাসেল এর স্মরনে ০৮ ব্যাচ কর্তৃক নিম্ন লিখিত পুরষ্কার দেয়া হবে।

১৫.১৭। মোস্ট ভ্যালুএবল প্লেয়ার অফ দ্যা টুর্নামেন্ট

১৫.১৮। বিবিএফসি সেরা একাদশ (এক সিজনের সেরা একাদশ পরবর্তী সিজনের উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে প্রদান করা হবে।)

*সকল পুরষ্কারের মনোনয়ন টেকনিক্যাল কমিটি ও আয়োজক ব্যাচের সমন্বয়ে দেয়া হবে।

* পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক, আমন্ত্রিত অতিথি এবং শুধুমাত্র স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা প্রাধান্য পাবে।

## ১৬। সর্বোপরিঃ

১৬.১। বিবিএফসি একটি ধুমপান মুক্ত, অরাজনৈতিক অলাভজনক এবং সার্বজনীন উৎসব হবে।

১৬.২। খেলা সংলগ্ন জায়গায় কোন ব্যাচ কর্তৃক কোন ধরনের উদ্দেশ্য প্রনোদিত রাজনৈতিক ব্যানার কিংবা পোস্টার লাগানো নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

১৬.৩। বিবিএফসিকে সামাজিক উৎসবে রুপদান করা যেতে পারে। যেমন বিবিএফসির মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ, মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ চিত্র, তথ্য কিংবা ভিডিও প্রচার, সামাজিক সহযোগিতায় অবদানকারী বৃন্দ কে খুঁজে বের করে তাদের সম্মাননা প্রদান এসব কাজ করা যেতে পারে যা বিবিএফসির মান উন্নোয়নে কাজ করবে।

১৬.৪। বিবিএফসি সফল ভাবে আয়োজনের পর বিবিএফসির ফাইনাল ট্রফি বিতরনের পূর্বে বিবিএফসির পতাকা আয়োজক ব্যাচ আনুষ্ঠানিক ভাবে পরবর্তী ব্যাচের কাছে হস্তান্তর করবে।

১৬.৫। এরপর ফাইনাল ট্রফি প্রদান, ফটোসেশন এবং সেলিব্রেশনের মধ্য দিয়ে বিবিএফসির এক আসরের সমাপ্তি ঘটবে।

**প্রস্তুতকারীঃ**

| নাম | ব্যাচ | পদবী | স্বাক্ষর |
|---|---|---|---|
| ১। আসাদুজ্জামান দীপ্ত | ০৮ ব্যাচ | ফাউন্ডার ব্যাচ ও টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য | [illegible] |
| ২। ইমতিয়াজ কবির ওলী | ০৮ ব্যাচ | ফাউন্ডার ব্যাচ ও টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য | [illegible] |
| ৩। হোসাইন তুর্য | ০৯ ব্যাচ | বিবিএফসি আয়োজক ২০১৭, এবং টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য | Turzo |
| ৪। সাইফুল ইসলাম শিহাব | ০৯ ব্যাচ | বিবিএফসি আয়োজক ২০১৭, এবং টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য | MD.SAIFUL ISLAM SHIHAB |
| ৫। অনিক হাসান শাকিল | ১০ ব্যাচ | বিবিএফসি আয়োজক ২০১৮, এবং টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য | Anik Hasan Shakil |
| ৬। জাহাঙ্গীর হক ইউসুফ | ১০ ব্যাচ | বিবিএফসি আয়োজক ২০১৮, এবং টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য | Jahangir Haque Yusuf |
| ৭। দেবরাজ দেব | ১১ ব্যাচ | বিবিএফসি আয়োজক ২০১৯, এবং টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য | Debraz |
| ৮। মিয়াদুন্নবী সুইট | ১১ ব্যাচ | বিবিএফসি আয়োজক ২০১৯, এবং টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য | Miadun nobi |
| ৯। মীর ওবায়েদ হোসেন | ১২ ব্যাচ | বিবিএফসি আয়োজক ২০২১, এবং টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য | Rakil |
| ১০। নাহিদ ইকবাল নিঝুম | ১২ ব্যাচ | বিবিএফসি আয়োজক ২০২১, এবং টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য | NAHID IQBAL |
| ১১। আল আমিন | ১৩ ব্যাচ | বিবিএফসি আয়োজক ২০২২, এবং টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য | AL Amin |
| ১২। আসিফুর রহমান রবিন | ১৩ ব্যাচ | বিবিএফসি আয়োজক ২০২২, এবং টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য | Md. Asifur Rahman |
| ১৩। মীর দিদার আল রাকিব | ১৪ ব্যাচ | বিবিএফসি আয়োজক ২০২৩, এবং টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য | Didar |
| ১৪। জান্নাতুন নাইম | ১৪ ব্যাচ | বিবিএফসি আয়োজক ২০২৩, এবং টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য | Nayeem |

স্বীকৃতিকারীঃ
জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার
সিনিয়র শিক্ষক,
বিন্দুবাসিনী সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

স্বীকৃতিকারীঃ
এডভোকেট মামুনুর রশীদ
চেয়ারম্যান,
বিবিএফসি আয়োজক কমিটি ২০২৩,
সিনিয়র প্রেসিডিয়াম সদস্য,
বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ

অনুমোদনকারীঃ
জনাব মোঃ আব্দুল করিম
প্রধান শিক্ষক,
বিন্দুবাসিনী সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
ও
সভাপতি, বিন্দুবাসিনী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ (বিবিএফসি)